সংবাদ

তারিখ ... 3 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩

যেসব কারণে শিক্ষকরা ছাত্রনেতাদের তোষামোদ করেন

মো. শরীফুর রহমান আদিল

একটা সময় ছিল সম্মানজনক পেশা হিসেবে বিবেচনা করে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সর্বক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের যে কোন কাজ কথা মানুষ মেনে নিত এবং তাদের বিশ্বাস করত। আর শিক্ষকও অন্যদের থেকে নিজেকে সেরা মনে করে জীবন নির্বাহ করতেন। বাদশাহ আলমগীরের 'শিক্ষক আমি শ্রেষ্ঠ সবার, দিল্লির পতি সে তো কোন ছার' এই উক্তিটি তার প্রমাণ। কিন্তু আদর্শহীনতার এ যুগে শিক্ষকের এমন অহংকার আর গৌরব বর্তমান সমাজে কেবলই ইতিহাস আর ঐতিহ্য হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে হয়। শিক্ষা ও শিক্ষার উন্নয়নের কথা সবাই বললেও কেউ একবারের জন্যও বলছেন না শিক্ষার উন্নয়ন করতে হলে সবার আগে শিক্ষকের উন্নয়ন দরকার। শিক্ষামন্ত্রী নিজেই বলেছেন শিক্ষককে তার বেতন দিয়ে মর্যাদা পরিমাপ করা যায় না এ যেন ডিজিটাল যুগের এনালগ মন্ত্র শোনাচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী। মন্ত্রী যখন নিজেই শিক্ষকদের পুরনো দিনে ফিরে যেতে আহ্বান করেন তখন এই সম্প্রদায় সমাজের মূল স্রোতে থাকে কি করে? সব সেক্টর শক্তিশালী করলেও শিক্ষককে শুধু সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার আহ্বান কি আমাদের শিক্ষক সমাজকে দুর্বল করছে না? মন্ত্রীর কথা হলো- সম্মান দিলেই শিক্ষক সমাজের পেট ভরে যাবে টাকা আর বেতনের কি দরকার। তারা কি প্রশাসন পরিচালনা করে? যে তাদের গাড়ি বাড়ি থাকতে হবে? মন্ত্রী কি জানেন না যে এখনকার সমাজ আদর্শহীনতার সমাজ? কলি যুগের মানষগুলো সম্মান দিয়ে মানুষকে আর মূল্যায়ন করে না? এখন ক্ষমতা আর অর্থ না থাকলে সবই যে নিরর্থক তা কি মন্ত্রী ভুলে গেছেন? যার ফলাফল প্রতিনিয়ত শিক্ষকদের অপহরণ করে মুক্তপণ আদায়, খুন, শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন, মতামতকে দমন, কথায় কথায় চাকরিচ্যুতির হুমকি, সমাজের মূল স্রোত থেকে বাইরে রেখে বেঁচে থাকতে বাধ্য প্রভৃতি এখন স্বাভাবিক ও রুটিনওয়ার্কই বলা যায়। আর এসব থেকে বাঁচতে শিক্ষক এখন একপর্যায়ে নিরীহ প্রাণীর মতো সমাজে বেঁচে থাকার মন্ত্র শিখে নিয়েছেন। তা হলো ক্ষমতাশীল কিংবা রাজনৈতিক নেতার তোষামোদ। যদিও সমাজের কেউ কেউ বাস্তবতা না বুঝে শিক্ষকের এহেন কর্মকাণ্ডকে সমালোচনা করছেন যেমনটা করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

গত দু'দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষকদের সমালোচনা করে শিক্ষকদের আত্মসম্মানবোধ হারিয়ে ছাত্রনেতাদের তোষামোদ করছেন বলে ক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। কিন্তু প্রশ্ন হলো কেন শিক্ষকরা ছাত্রনেতা কিংবা রাজনৈতিক নেতাদের তোষামোদ করেন? সেই উত্তরটা খুঁজে কি তা সমাধানের চেষ্টা করবে সরকার? রাজনৈতিক নেতা কিংবা ছাত্রনেতাদের তোষামোদ করার প্রধান কারণই হলো সরকারের উদাসীনতা– এছাড়া এটি বর্তমান বাংলাদেশে শিক্ষক সমাজকে অবহেলিত ও লাঞ্ছিত করারও একমাত্র কারণ। তা না হলে পে-স্কেল প্রাপ্তির জন্য শিক্ষকদের আন্দোলন করতে হবে কেন? অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ৬ মাস রাস্তায় থাকতে হবে কেন? কেন আজ ছাত্র বহিষ্কার না হয়ে শিক্ষক বহিষ্কার হচ্ছে? ছাত্রদের নকলের প্রবণতা বন্ধ হলেও শিক্ষক কেন বোর্ডে গিয়ে প্রশ্নোত্তর লিখে দিবে? কেন আজ ছাত্রদের পাস না করালে শিক্ষককে শোকজ করা হয়? যেখানে ছাত্র কিংবা তার অভিভাবকদের শোকজ করানোর প্রয়োজন ছিল। কেন আজ ছাত্রদের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা করার আইন তৈরি হলো? সরকার যেখানে নতুন নতুন বিষয় কিংবা প্রয়োজনাতিরিক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুমতি দেয় সেখানে কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী না থাকলে কেন শিক্ষকের এমপিও বন্ধ হয়ে যাবে? কে উত্তর দিবে সরকারি চাকরিজীবীদের পাশাপাশি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেতন বাড়লেও কেন তারা বৈশাখী ভাতা কিংবা ইনক্রিমেন্ট থেকে বঞ্চিত? কে দিবে এই সবের উত্তর? নাকি সরকারই চায় তার দলের লোকদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শিক্ষকরা তার নেতাদের তোষামোদ করুক! বস্তুত শিক্ষক সমাজের নিম্ন বেতন রাজনৈতিক নেতাদের তোষামোদ করতে শিক্ষকদের সাহায্য করে।

রাজনৈতিক নেতাদের তোষামোদ করার অন্য একটি কারণ হলো চাকরির নিশ্চয়তা না থাকা এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক ছাড়া কোন শিক্ষকেরই চাকরি স্থায়ী নয় বরং একপ্রকার নবায়নযোগ্য বলা যেতে পারে। কেননা, কোন প্রতিষ্ঠানে কোন বিষয় চালু থাকলে ৩ বছর পর সেই বিষয় আবারও অধিভুক্ত করার জন্য আবেদন করতে হয়। আর এই সুযোগে ছাত্রনেতারা কিংবা পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা কোন শিক্ষককে কোণঠাসা করে রেখে আগামীতে তার ওই বিষয়ের জন্য অধিভুক্তি নবায়নের জন্য আবেদন না করলে এ শিক্ষকের চাকরি কি আর ওই প্রতিষ্ঠানে থাকবে? আর এ নির্মম বাস্তবতায় শিক্ষকরা তার চাকরির নিশ্চয়তা কিংবা চাকরি বাঁচানোর জন্য ছাত্রনেতা কিংবা রাজনীতিবিদদের তোষামোদ করবে না কেন? অন্যকথায় দলীয় ভিত্তিতে ভিসি, অধ্যক্ষ নিয়োগ শিক্ষক সমাজকে দলীয় নেতাকর্মীদের তোষামোদ করতে যথেষ্ট অবদান রাখছে। কেননা, বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের ভিসি/অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হয় দলীয় ভিত্তিতে ফলে প্রাতিষ্ঠানিক কিছু সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য একদল শিক্ষক ভিসির পক্ষে বা সরকারদলীয় রাজনীতির পক্ষে কাজ করেন আবার নিজের পদোন্নতির জন্য যেহেতু ভিসি/অধ্যক্ষ কিংবা একাডেমিক কাউন্সিল/পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন লাগে তাই সে রাজনৈতিক নেতাদের তোষামোদ ব্যস্ত থাকে আবার কখনো কখনো প্রতিষ্ঠান প্রধানের অত্যাচারমূলক আচরণ সহ্য করতে না পেরে নিজের কাজকে বৈধতা দেয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারস্থ হয় যাতে সংশ্লিষ্ট ওই শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করার পদক্ষেপ নিলে ওইসব ছাত্রনেতা কিংবা রাজনীতিক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে উদ্ধার করতে পারে। এছাড়াও কোন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নিতে কিংবা কোন ভবন পাস অথবা জাতীয়করণের জন্য জেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ কিংবা রাজনৈতিক নেতা ও এমপির দ্বারস্থ হতে হয়। বলা হয় যে যে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কিংবা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সঙ্গে উপরোক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে যত ভালো সম্পর্ক ততই বেশি ভবন পাস, প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন কিংবা জাতীয়করণের নিশ্চয়তা তত বেশি। ফলে শিক্ষকদের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের তোষামোদ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

সমাজের কোন পদে না রাখা : শিক্ষক সমাজের কোন স্তরের কোন কমিটি কিংবা কাজে অথবা গুরুত্বপূর্ণ কোন ক্ষেত্রে রাখার কোন বাধ্যবাধ্যকতা নেই। সব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতা কিংবা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে আজকের এই সমাজ। যদি সমাজে শিক্ষকের কোন ক্ষমতা না থাকে তবে শুধু নৈতিক হওয়ায় তাকে সমাজ সম্মান দেবে কেন? আর যদি সমাজের সকল ক্ষমতা রাজনৈতিক নেতাদের হাতে কুক্ষিগত থাকে তবে সমাজের একজন শিক্ষক হয়ে তিনি কেন রাজনৈতিক নেতার তোষামোদ করবেন না?

অতি পাস দেয়ার মানসিকতা : শিক্ষক লাঞ্ছনা ও শিক্ষকদের অবহেলার অন্যতম এক কারণ হলো অতি মাত্রায় পাস। ১০ মার্ক পাওয়ার যোগ্য না অথচ সে পাচ্ছে এ প্লাস! এ ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের প্রতিবাদ কিংবা পরীক্ষা না দিয়েও এ+ পাওয়ার ঘটনা অতি পাস ও অতি মার্ক দেয়ার প্রবণতা প্রমাণিত করে। শিক্ষার্থীদের মনে এ অপ্রিয় সত্য জমা হয়ে গিয়েছে যে না পড়েও শুধু আবোল-তাবোল লিখলেই পরীক্ষায় পাস করা যায়। তা না হলে বিগত বছরগুলোতে পাসের হার ৮০ শতাংশ হবে কেন? আর যদি না পড়েও পাস করা যায় তবে শিক্ষকের দেয়া ভয় কিংবা শিক্ষকের কথা মানবে কেন শিক্ষার্থী? কম নম্বর দেয়ার ফলে শিক্ষককে পরবর্তী পরীক্ষার খাতা না দেয়া কিংবা বোর্ড থেকে বেশ নাম্বার দেয়ার নির্দেশনা দেয়া এসবই ছাত্রদের মাঝে ওপেন সিক্রেট। অতি পাসের হারই শিক্ষক সমাজকে অবহেলা কিংবা লাঞ্ছনার শিকার হওয়ার অন্যতম এক কারণ।

অল্প শিক্ষিত পরিচালনা পর্ষদ : আমাদের দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করে ম্যানেজিং কমিটি কিংবা গভর্নিং বডির লোকেরা কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার সভাপতি হয় স্থানীয় কোন জনপ্রতিনিধি কিংবা কোন রাজনৈতিক দলের শক্তিশালী নেতা। দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ওপর গভর্নিং বডির নির্যাতন আর স্কুল ম্যানেজিং কমিটের দৌরাত্ম্যে শিক্ষক সমাজ আজ বড়ই অসহায় এবং নিরুপায়। গভর্নিং বডির বা স্কুল ম্যানেজিং কমিটির কথা মনে হয় রিমান্ডের চেয়েও ভয়ঙ্কর। একজন শিক্ষক বলেই দিলেন যে- কিম জন উন প্রতিদিন টেলিভিশনে আসতেন মানুষকে শিক্ষা আর বিনোদন দিতে আর আমদের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা প্রতিদিন আসেন শিক্ষকদের নিত্যনতুন নির্যাতন, শোকোজ, মাফ চাওয়া, চাকরিচ্যুতি আর কারাভোগের ফন্দি নিয়ে! এরা কেউ কেউ ৮ম শ্রেণী পাস না করলেও এরা আজ স্কুল ম্যানেজিং কমিটির বা কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য বা সভাপতি! এদের কার্যকলাপ যেন অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী বা গায়ে মানে না আপনি মোড়ল। এদের কারণে আজ স্কুল কলেজ মাদ্রাসার শিক্ষকরা সবচাইতে লাঞ্ছিত আর বঞ্চিত। প্রাচীন এক প্রবাদ ছিল– পিতা-মাতা আর শিক্ষকদের মান্য করাই প্রকৃতির প্রথম নিয়ম আর এখন মনে হয় গভর্নিং বডির সদস্য, পুলিশ আর ছাত্রদের কথা মান্য করাই হলো বাংলাদেশের প্রথম আইন। এই পরিচালনা পর্ষদের নির্যাতনের মুখে যেন পড়তে না হয় সেজন্য শিক্ষককে প্রতিনিয়ত তার আত্ম-সম্মান বির্সজন দিয়ে তাদের তোষামোদ আর জী হুজুর! জী হুজুর করে যাচ্ছে। বলতে দ্বিধা নেই পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে শিক্ষক সম্প্রদায়কে একেবারে সমাজে এতিম করে ফেলা হয়েছে ফলে এদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বনই হলো সমাজের মানুষের করুণা কিংবা সহানুভূতি!

সবশেষে ফেসবুকের একটি স্ট্যাটাস দিয়েই শেষ করি। গত কয়েকদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে একটি ছবি ভাইরাল হয়ে আসছে আর তা হলো- দু'জন লোক। একজন চেয়ারে পা তুলে বসে আছে আর একজন মাথা নিচু করে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এদের মধ্যে যিনি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি হলেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান তথা অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক। আর যিনি চেয়ারে পা তুলে বসে আছেন তিনি হলেন এই অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষকের ছাত্র কিন্তু আজ সে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি! এ যদি হয় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার নমুনা তবে সেতুমন্ত্রীর নিশ্চয়ই বুঝতে কষ্ট হবে না কেন শিক্ষকরা ছাত্রনেতাদের তোষামোদ করে চলেন?

[লেখক : শিক্ষক, গবেষক]
adil_jnu@yahoo.com